আজ মঙ্গলবার
৩১ অক্টোবর ২০২৩
১৫ কার্তিক ১৪৩০. ১৫ রবিউস সানি ১৪৪৫
বর্ষ ৬. সংখ্যা ১৫৬. পৃষ্ঠা ১২. মূল্য ৮ টাকা
www.deshrupantor.com
deshrupantor

দা য়ি ত্ব শী ল দে র দৈ নি ক

দেশ রূপান্তর

মলাটের পরেই মূল পত্রিকা

আফগানিস্তানও সেমির দৌড়ে
পৃষ্ঠা ৬

“আমরাই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারি

আমরা আমাদের ভালো খেলা নিয়েই ভাবছি”

বিশ্বকাপ বিশেষ আয়োজন

ক্রিকেটডুবি

কেন ?

১ অক্ষমতা

অপ্রিয় সত্যিটা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলার জন্য যে মান ও দক্ষতার প্রয়োজন, বাংলাদেশের বেশিরভাগ ক্রিকেটার সেই জায়গাটায় পিছিয়ে। ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামো এখনো পড়ে আছে প্রাচীন যুগে। খেলা হয় ধীরগতির মন্থর উইকেটে। আধুনিক কৌশল এবং প্রযুক্তির চর্চা নেই। বেশিরভাগ ক্রিকেটারই জাতীয় দলে এসে শেখেন, যেটা আদতেই শেখার নয়; বরং পরীক্ষা দেওয়ার জায়গা। বিশ্বের অন্যান্য দেশে ক্রিকেটাররা তৈরি হয়ে, দক্ষ হয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে আসেন। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে যায় জাতীয় দলে আসার আগেই। বাংলাদেশে জাতীয় দলে আসাটাও সহজ, বাদ পড়া আরও সহজ। এসবের ফলে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে মান ও দক্ষতায়। সেই সঙ্গে নির্বাচকরা দেখেন শুধু প্রতিভা, যা হয়তো বল ব্যাটে লাগানোতেই সীমাবদ্ধ। ঘাটতি আছে শৃঙ্খলায়, আত্মনিবেদনে, পরিশ্রমে।

২ তারকাতন্ত্র

ক্রিকেট দলীয় খেলা হলেও দল গড়তে, একাদশ সাজাতে বাংলাদেশে ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার চড়া মূল্যই দিতে হচ্ছে জাতীয় দলকে। মাশরাফী বিন মোর্তুজার সময়ে তিনি অধিনায়ক হিসেবে সফল হলেও ক্যারিয়ারের শেষ লগ্নে বোলার হিসেবে দলের অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছিলেন। এবারেও বিশ্বকাপের আগে তামিম ইকবালের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার বলি হলো দেশের ক্রিকেট। সাকিব আল হাসান তো সব বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। বিশ্বকাপের মাঝে দেশে এসেছেন শৈশবের কোচের কাছে ব্যাটিং ঝালিয়ে নিতে! কখনো দলীয় ফটোসেশনে অনুপস্থিত থাকেন তো কখনো ট্রফি উন্মোচনে। দেনা-পাওনার অনেক সমীকরণে বোর্ড কর্তারাও সাকিবকে ঘাঁটান না। এসব স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাব পড়ে পারফরম্যান্সেও। সাকিবকে দেখে পরের প্রজন্মের ক্রিকেটাররাও এসব শিখছেন, যদিও পারফরম্যান্সে তারা সাকিবের ধারেকাছেও নন।

৩ ভুল বোধ

এ দেশের ক্রিকেট প্রশাসনে পরিচালক হিসেবে আছেন জাতীয় দলের তিন সাবেক অধিনায়ক। নির্বাচকের ভূমিকায় আরও দুই সাবেক অধিনায়ক। এ ছাড়া নানান ভূমিকায় জড়িত সাবেক ক্রিকেটাররা। তবুও বাংলাদেশের ক্রিকেট চলছে ভুল বোধ ও চিন্তায়। আধুনিক ক্রিকেট, বিশেষ করে টি-টোয়েন্টির আবির্ভাব এবং বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের উত্থানের যুগেও বাংলাদেশ পড়ে আছে প্রস্তর যুগে। যার প্রতিফলন কোচ নিয়োগ থেকে শুরু করে দল নির্বাচন– সর্বত্রই। ক্রিকেট এখন অনেক বেশি তথ্যনির্ভর খেলা। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই। খারাপ খেললেই কোচকে বিদায়, অধিনায়ককে ছাঁটাই আর গণমাধ্যমে বেফাঁস কথা বললেই ডেকে এনে ধমকে দেওয়ার ভেতরই চলছে বিসিবি। হঠাৎ করে কাউকে গালভারী পদে যোগ করে মাথাভারী প্রশাসন বানান হচ্ছে, হারলে তাদেরই বানান হচ্ছে বলির পাঁঠা। আসল দায়ী ব্যক্তিরা থেকে যাচ্ছেন অন্তরালেই।

এখন !

১ মান বৃদ্ধি

ঘরোয়া লিগে উইকেটের মান বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলো যে ধরনের উইকেটে হয়, তার অন্তত কাছাকাছি মানের উইকেটে ঘরোয়া লিগ আয়োজন করতে হবে। জাতীয় দলের শীর্ষ খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মান বাড়াতে হবে। প্রতিভা অন্বেষণে গুরুত্ব দিতে হবে, সেই সঙ্গে বয়সভিত্তিক পর্যায়ের পর পরিচর্যাটা হতে হবে মানসম্মত। হাই পারফরম্যান্স এবং এ দলের নিয়মিত দেশে ও বিদেশ সফর এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ক্রিকেটাররা খাপ খাইয়ে নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। বার্ষিক সূচিতে টুর্নামেন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে, যাতে ক্রিকেটাররা নিয়মিত ম্যাচ খেলার সুযোগ পান। সেই সঙ্গে তৃণমূলে, জেলা পর্যায়ে নিয়মিত ক্রিকেট লিগ আয়োজন করতে হবে।

২ পরিবর্তন সর্বত্র

এই ব্যর্থতার দায় নিতে হবে ক্রিকেট প্রশাসনকেও; বিশেষ করে নির্বাচকরা দায় এড়াতে পারেন না। প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন লম্বা সময় ধরে এই চেয়ারে, হাবিবুল বাশারেরও হয়ে গেছে লম্বা সময়। জাতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে হবে। সেই সঙ্গে কোচিং প্যানেলেও। ব্যর্থদের দায় নিয়ে সরতে হবে। যারা আগামী দিনে দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, তাদের উপযুক্ত পদে নিয়ে আসতে হবে। কোচিং স্টাফে বিদেশিনির্ভরতা কমিয়ে এনে দেশীয় কোচদের প্রাধান্য দিতে হবে। জোর দিতে হবে ফিটনেসে, বাড়াতে হবে অনুশীলনের প্রখরতা। দলের মধ্যে সিনিয়র-জুনিয়র বিভাজন না টেনে যারা ফিট এবং পারফর্ম করবেন, তারাই থাকবেন, এমন ক্রিকেটারদেরই কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এবং জাতীয় দলে রাখতে হবে। আর সব সিদ্ধান্তের মালিক বোর্ড সভাপতিকে নিতে হবে সবচেয়ে বেশি দায়।

৩ আধুনিক চিন্তা

বাংলাদেশের ক্রিকেট চলে এখনো পুরনো পন্থায়। দেশের অনেক কিছু স্মার্ট এবং ডিজিটাল হলেও ক্রিকেট পড়ে আছে অ্যানালগ যুগে। ক্লাব এবং বিভাগীয় পর্যায়ে আধুনিক ক্রিকেট জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত কোচদের নিয়োগ দিতে হবে, যাতে ক্রিকেটাররা তৈরি হয়ে জাতীয় দলে আসে। কোচদের বয়সভিত্তিক পর্যায়েই যুক্ত করতে হবে, যাতে তারা পর্যাপ্ত সময় পান ক্রিকেটারদের গড়ে তোলার। বাংলাদেশের ক্রিকেট কর্তারা হেড কোচকে দেখতে চান প্রশাসক হিসেবে, এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সেই সঙ্গে যখন-তখন দলের সঙ্গে নানান ভূমিকায় একে-ওকে জুড়ে দেওয়ার চর্চাটাও বন্ধ করতে হবে। সংস্করণের ধরন অনুযায়ী খেলোয়াড় বাছাই করে প্রশিক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন করালে একটা সময় পর সুফল মিলবে।

ভুলের ফুলের মালায় ছিল শত কাঁটা

সামীউর রহমান
ক্রিকেট প্রতিনিধি, দেশ রূপান্তর

কলরব হচ্ছে, লাল-সবুজ কমলায় নীল হচ্ছে কিন্তু ভুলগুলো ফুল হয়ে ফুটছে না। একের পর এক ব্যর্থতার স্তম্ভ গড়ে উঠছে, কিন্তু তাতে করে সাফল্যের দালানের নির্মাণ আর হচ্ছে না। ১৯৯৭ সালে কুয়ালালামপুরে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আইসিসি ট্রফির ম্যাচ জয়ের মধ্য দিয়ে যে সঞ্জীবনী সুধা জাগিয়ে তুলেছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটকে, সিকি শতাব্দী পেরিয়ে সেই নেদারল্যান্ডসের কাছে বিশ্বকাপে হার যেন বিশ্বাসের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে। এত সমর্থন, এত উন্নয়ন সবই কি তাহলে ফাঁপা বুলি? সেমিফাইনালের স্বপ্ন দেখিয়ে, শিরোপা জয়ের গল্প শুনিয়ে যখন বাংলাদেশ হেরে যায় অপেশাদার ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া দলের কাছে, তখন মেনে নিতেই হয় সবই ছিল শুভংকরের ফাঁকি।

‘দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি, সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি’; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু আগে ‘কণিকা’ কাব্যগ্রন্থে লিখেছিলেন এই চরণ। ২০২৩ সালে এসেও রবীন্দ্রনাথ একই

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ >

পিঁপড়ায় ধরেছে দেশের ক্রিকেট

খালেদ মাসুদ পাইলট
অধিনায়ক, ২০০৩ বিশ্বকাপ

সময়ের হিসাবে ২০ বছর। অনেকেই বলে থাকেন ‘অভিশপ্ত ২০০৩’। আমি ওরকমটা বলি না। তবে সে বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপটা যে আমাদের ক্রিকেট ইতিহাসের স্মরণকালের বাজে টুর্নামেন্ট ছিল তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল কেনিয়া ও কানাডাকে হারানো। কিন্তু জিততে পারিনি। আজ দুই দশক পর যখন আরও একটি আসরে খেলতে গেছে বাংলাদেশ, তখনো হারের বৃত্তে বন্দি। তাই ২০ বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। কিন্তু আমি সেই দল আর এই দলের কোনো তুলনায় যাব না।

যদিও বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান সেদিন ম্যাচ শেষে বলেছে, এটাই স্মরণকালের বাজে আসর। কিন্তু এটা আসলে সে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে এবং সে নিজে অপরাধবোধ করছে বলেই বলেছে। ঠিক একইভাবে ২০০৩ সালে অধিনায়ক ছিলাম আমি। আমার কাছে এখনো মনে হয়

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭ >

অবশ্যই দাওয়াই হতে হবে তেতো

গৌতম ভট্টাচার্য
সিনিয়র ভারতীয় সাংবাদিক

জগমোহন ডালমিয়াকে এত নিশ্চিন্ত এবং উজ্জ্বল দেখিয়েছিল যেন সব সেটিং করে ফেলেছেন। উত্তরে বললেন, ‘আপনার কোনো সন্দেহ আছে নাকি আমাদের বিশ্বকাপ জেতার ব্যাপারে?’

২০০৩। জোহানেসবার্গের স্যান্ডটন সান হোটেলের লবিতে তৎকালীন ভারতীয় বোর্ড প্রধানের সঙ্গে দেখা। পরের ২৪ ঘণ্টায় সৌরভের ভারত ফাইনাল খেলবে পন্টিংয়ের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ডালমিয়াকে এমন আত্মবিশ্বাসী দেখে গভীর আশ্চর্য লেগেছিল। একটু আগে ওয়ান্ডারার্স মাঠ থেকে গ্লেন ম্যাকগ্রার অনুলিখন করে বেরিয়েছি। যেখানে তিনি আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার ভয়ংকরতম বোলার বলছেন, ‘পোর্ট এলিজাবেথের সেমিফাইনালের স্পিনিং উইকেটে তা-ও আমাদের পেড়ে ফেলার চান্স ছিল। কিন্তু এখানে পৌঁছে যাওয়ার পর আর আপনাদের কোনো চান্স নেই।’ সেখানে ডালমিয়া তিনি কোন ক্রিকেটিং দৃষ্টিকোণে এমন নিশ্চিত থাকছেন? পরের দিন বিজিত টিমকে দেশে

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ >